Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুশফিকুর রহমান

রোলঃ ২১৫০০৭০২

৩০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মুশফিকুর রহমান

রোলঃ ২১৫০০৭০২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুশফিকুর রহমান, আইডিঃ ২১৫০০৭০২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাজহারুল ইসলাম সাঈদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

মুশফিকুর রহমান

আইডিঃ ২১৫০০৭০২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

পূর্বকথা.....২
ভূমিকা :..... ৩
মাদক কি? ৪
মদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ? ৪
আসক্তি কি?.....৬
মানুষ কখন নেশার ফাঁদে পড়ে?.....৬
মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কিভাবে চিনবেন? ৭
মাদকের প্রকারভেদঃ.....৮
মাদক ব্যবহারের প্রাচীন ইতিহাস? ৯
বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশে মাদকের প্রচলনঃ ১১
সিগারেট কি মাদক? ১২
যুব সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকারঃ ১৪
বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোন ও বিজ্ঞানের আলোকে মাদকতা?.....১৮
খ্রিষ্টান ধর্ম :.....২০
ইহুদি ধর্ম.....২০
বৌদ্ধ ধর্ম ২১
হিন্দু ধর্ম :.....২১
ইসলাম.....২১
মাদক নিষিদ্ধকরণের ক্রমধারা : ২৪
মাদকের কুফলঃ ২৬
ইসলামে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ?.....২৮
শারীরিক অপকার.....২৯
পারিবারিক অপকার :.....৩০
সামাজিক সমস্যা ৩১
মাদকের বিরুদ্ধে ইসলামের হুঁশিয়ারি?..... ৩২
মদের ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি স্ববিরোধী?.....৩৪
উপসংহার :..... ৩৮

পূর্বকথা

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহিম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণের ওপর।

শুকরিয়া আদায় করছি মহান রবের যিনি অযোগ্যতা থাকা স্বত্বেও মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা এর উপর এসাইনমেন্ট তি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন।

লেখালেখির পূর্বভ্যাস এবং নিজের কমতির না থাকার কারণে ভুল-ত্রুটি, অসংগতি থাকতে পারে। এসাইনমেন্ট চেষ্টা করেছি নির্ভুল এবং অর্থবহ করার চেষ্টা করেছি তারপর ও কোন অংশে অসংগতি বা ভুল পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে অবগত করলে চির কৃতঘ্য থাকব।

দোয়ার মুহতাজঃ

মোঃ মুশফিকুর রহমান

ভূমিকা :

বাবা, গাঁজা, আফিম নিয়ে সবাই থাকে ব্যস্ত,

সিগারেটের টানে তারা সর্বদা অভ্যস্ত।

মদকে খাচ্ছে তারা মনে করে জল ,

আদর্শ সমাজ নষ্ট করতে, বাঁধছে তারা দল

বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মাদকের ব্যবহার এতটা সহজলভ্য হয়েছে এবং এতটা ব্যপক হয়েছে যেটা চিন্তায় করা যায় না। মাদকের ব্যপকতা দেখে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সেই হাদিস মনে পরে যে, শেষ যামানায় মাদকের ব্যবহার ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।মাদক হচ্ছে হাজারো পাপ কাজের মুল। অথচ আল্লাহ পাক কোরআনের অনেক আয়াতে এবং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদিস সুস্পষ্টভাবে বারণ করছেন। এতদসত্ত্বেও মাদকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র ধর্মীয় অনুশোচনা, ইসলামি সমজ বিনির্মাণ এবং প্রকৃত তাকওয়া অবলম্বন ব্যতিত মাদকতা থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব

আলহামদুলিল্লাহ, এই এসাইনমেন্টটি মূলত অনলাইন কেন্দ্রিক বিভিন্ন রিসোর্সের কুরআন হাদিসে আলোকে তৈরি করা বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে সংগ্রহ করা একটি ছোট উপস্থাপনা।

মাদক কি?

মাদক হলো এমন একটি দ্রব্য, যা ব্যবহার করলে শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা তৈরি হয়। ফলে স্বাভাবিক চিন্তা বাধাগ্রস্ত হয় এবং শরীরে অবসাদের সৃষ্টি করে। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষ্য, মাদক সেবনের ফলে শরীর, মন ও মস্তিষ্কে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটে। মাদকদ্রব্য একবার সেবন করলে আবারো সেবনের কৌতূহল জাগে। এভাবে মাদকসেবক নিয়মিত তা গ্রহণ করে। এভাবেই এক পর্যায়ে নেশায় পরিণত হয় এবং মাদক সেবনকারী নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আর একবার নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, যা স্বাভাবিক নয়।

মদের আভিধানিক ও **পারিভাষিক** অর্থ ?

মাদকদ্রব্যের আরবী প্রতিশব্দ ‘খমর’ (خمر)। এর অর্থ- সমাচ্ছন্ন করা, ঢেকে দেয়া,লুকিয়ে ফেলা। এই সকল অর্থের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই মদ ও শরাবকে ‘খমর’ বলা হয়।

Cambridge Dictionary-তে বলা হয়েছে, An alcoholic drink which is usually made from grapes but can also be made from other fruits or flowers. It is made by FERMENTING, the fruit with water and sugar.

‘মদ হ’ল নেশাকর পানীয় যা সাধারণত আঙ্গুর থেকে তৈরী হয়। তবে অন্যান্য ফল ও ফুল থেকেও তৈরী হ’তে পারে। এটা উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চিনি ও পানির মাধ্যমে ফল দ্বারা তৈরী হয়’।

পারিভাষিক অর্থ :

‘যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদকদ্রব্য বলে। কবি বলেন, شَرِبْتُ الْخَمْرَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِىْ + كَذَاكَ الْخَمْرُ تَفْعَلُ بِالْعُقُوْلِ. ‘মদ পান করে আমার বিবেক হারিয়ে গেছে। মদ এভাবেই বুদ্ধিকে নিয়ে খেল-তামাশা করে’। সাধারণত নেশা জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করা বা পান করাই মাদকাসক্তি।

আসক্তি কি?

আসক্তি হচ্ছে এক ধরনের টান যা আমরা বার বার অনুভব করি যার উপর অসুস্থ্য নির্ভরশীলতা তৈরী হয়। আসক্ত ব্যক্তিরা খারাপওনা, পাগলওনা তারা শারিরিক ও মানসিক ভাবে অসুস্থ্য।

মাদকদ্রব্য হচ্ছে নেশা বা আসক্তি সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য, ভেষজ বা ঔষধ যা গ্রহণে মানুষের শারীরিক, মানসিক ক্ষতিসহ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে অপব্যবহার হয় এমন কয়েকটি মাদকদ্রব্য হচ্ছে- মদ, আফিম, মরফিন (ইয়াবা), পেথিডিন, হেরোইন, ফেন্সিডিল, নেশার ট্যাবলেট, গাঁজা, ভাং, চরস, টিডিজেসিক ইনজেকশন ইত্যাদি। সিগারেটও একধরনের নেশা। কেননা সিগারেট দিয়েই অধিকাংশ নেশার শুরু হয়।

মানুষ কখন নেশার ফাঁদে পড়ে?

- মাদকের প্রতি কৌতূহল
- নেশা গ্রহণকারী বন্ধুদের প্রভাব
- মাদকের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা
- প্রতিকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ মানুষ হওয়া
- মাদকের সহজলভ্যতা
- মানসিক চাপ সহ্য করতে না পারা
- হতাশা, ব্যর্থতা, আত্মগ্লানি
- মাদকেরক্ষতিকরপ্রভাবসমূহঃ
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি-
- পারিবারিক অশান্তি ও সম্পর্কের অবনতি হওয়া
- পড়াশোনা সমাপ্ত করতে না পারা
- সামাজিক নিন্দা ও ঘৃণার শিকার হওয়া
- নেশা ও চিকিৎসার পেছনে টাকা খরচ হওয়া
- আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়া

- মানসিক ক্ষতি-
- অস্থিরতা, খিটখিটে মেজাজ ও হতাশা
- অনিদ্রা ও অবসাদ
- স্মৃতিলোপ
- অতিরিক্ত সন্দেহ প্রবণতা
- অপরাধ প্রবণতা
- আত্মহত্যা
- শারীরিক ক্ষতি-
- এইডস, ক্যান্সার, যৌনরোগের মতো জটিল রোগ হওয়া
- দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া
- লিভারে পচন, হার্ট অ্যাটাক ও ফুসফুসে সমস্যা
- অপুষ্টিতে দেহ শুকিয়ে যাওয়া
- মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটা
- পুরুষত্বহীনতা বা মহিলাদের বন্ধ্যাত্ব
- অকাল মৃত্যু

মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কিভাবে চিনবেন?

- হঠাৎ আচার আচরণে পরিবর্তন
- কখনো একা একা অধিক সময় কাটানো এবং বন্ধু পরিবর্তন
- পড়াশুনায় ও খেলাধুলায় অমনোযোগী হওয়া, ক্লাস ফাঁকি দেয়া ও কিছু নতুন/পুরাতন বন্ধুর সাথে বেশী মেলামেশা করা।
- সর্বদা ঘুম ঘুম ভাব, ঝিমুনী, নিস্তেজ ভাব।
- রাত জাগা, গভীর রাতে ঘুমাতে যাওয়া, দিনের বেলা দেরীতে ঘুম থেকে ওঠা।
- চেহারার লাবণ্য নষ্ট হওয়া বা চোখের নিচে কালি পড়া।
- কথা বার্তা জড়িয়ে যাওয়া।

- খিটখিটে মেজাজ, হঠাৎ আক্রমনাত্মক বা বেপরোয়া হওয়া ও অল্পতে রেগে যাওয়া।
- হঠাৎ খরচ বেড়ে যাওয়া, টাকার জন্য অরাজকতা সৃষ্টি করা/ঘরের জিনিস পত্র ভাংচুর করা, যখন তখন টাকা ধার চাওয়া, অতি বিনয় দেখানো, ক্রমাগত মিথ্যা বলা ও চুরি করা।
- সারাক্ষণ ছটফটানি, চরম অস্থিরতা প্রকাশ করা।
- পোষাক পরিচ্ছেদ অমনযোগী, নোংরা অপরিস্কার থাকা এবং চরম নিয়ামানুবর্তিতার অভাব।
- বাড়ীর বিভিন্ন জায়গায় পোড়া কাগজ, ব্লেড, সিরিঞ্জ, মোমবাতি ও ম্যাচের কাঠি পাওয়া।
- হঠাৎ নাক চোখ দিয়ে পানি ঝড়া, ঘনঘন নাক চুলকানো, একা একা থাকার প্রবণতা এবং জ্বর জ্বর ভাব।

মাদকের প্রকারভেদঃ

নেশাদায্ক পদার্থের মধ্যে নিকোটিন, মরফিন, হেরোইন, এলএসডি., কোকেইন প্রভৃতি প্রধান। হেরোইন, একটি শক্তিশালী মাদক ও নেশাদায্ক।

দেশে এখন পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ২৭ ধরনের মাদক। নিয়মিত সেবনের তালিকায় ১৮ ধরনের মাদকই বেশি। সবচেয়ে বেশি সেবন হচ্ছে ইয়াবা ও গাঁজা। নতুন আইন করেও কমানো যায়নি মাদকের ব্যাপকতা। অভিযান চালিয়ে সরবরাহ চ্যানেল কিছু সময়ের জন্য আটকানো গেলেও আসক্তরা মাদক পাচ্ছে নিয়মিতই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতে মাদকের প্রসার না কমলে বাংলাদেশেও এর ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না। এ নিয়ে নীতিনির্ধারকদের একযোগে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

২৭ রকম মাদক

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গবেষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নতুন চার ধরনের মাদকসহ বাংলাদেশে ২৭ ধরনের মাদক উদ্ধার হয়েছে। এগুলো হলো- ম্যাজিক মাশরুম, ডায়মিথাইলট্রিপ্টামাইন (ডিএমটি), লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাইইথ্যালামাইড (এলএসডি), ক্রিস্টাল মেথ বা আইস বা মেথামফিটামিন, এস্কাফ সিরাপ, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন, প্যাথিডিন, চোলাই মদ, দেশি মদ, বিদেশি মদ, বিয়ার, রেক্টিফায়েড স্পিরিট, ডিনেচার্ড স্পিরিট, তাড়ি, বুপ্রেনরফিন (টি.ডি. জেসিক ইঞ্জেকশন), ভাং, কোডিন ট্যাবলেট, ফার্মেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া), বুপ্রেনরফিন (বনোজেসিক ইনজেকশন), মরফিন, ভায়াগ্রা, সানাগ্রা, টলুইন, পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট ও মিথাইল-ইথাইল কিটোন।

এ ছাড়াও বিভিন্ন বৈধ ড্রাগ একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে মাদক। এসবও সেবন হচ্ছে দেদার।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের অতিরিক্ত পরিচালক (চট্টগ্রাম অঞ্চল) মজিবুর রহমান পাটোয়ারী বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমাদের দেশের মাদকসেবীদের একাধিক মাদক গ্রহণের ঝোঁক রয়েছে। যে মাদকটা সে নিয়মিত গ্রহণ করে, সেটি না পেলে হাতের কাছে যা পায় তা-ই নিয়ে নেয়। মাদকসেবীরা নিজেরাও বৈধ ড্রাগের অপব্যবহার করছে। আমারা দেখেছি দেশে ৮ থেকে ১০ ধরনের মাদক নেওয়ার বাকিগুলো খুব একটা দেখা যায় না।’

মাদক ব্যবহারের প্রাচীন ইতিহাস?

মাদক বা মাদকদ্রব্য ব্যবহার মানবসম্প্রদায়ে প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে মাদকের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি প্রায়শই ধর্মীয় অনুষ্ঠান, চিকিৎসা বাধার্মিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হতো।

প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ডগুলি প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে প্রাচীন সভ্যতায় মনোরোগযুক্ত উদ্ভিদের উপস্থিতি এবং ড্রাগ ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। প্রায় ১৩,০০০ বছর আগে, তিমুরের বাসিন্দারা সাধারণত সুপারি ব্যবহার করত, যেমনটি প্রায় ১০,৭০০ বছর আগে থাইল্যান্ডে করত।

এবার এক নতুন গবেষণা থেকে জানা যায় স্পেনে তিন হাজার বছর আগেই সম্মোহনকারী মাদক সেবনের প্রচলন ছিল।

গবেষকরা স্পেনের মেনোরকার এক প্রত্নতাত্ত্বিক গোরস্থান থেকে একগোছা চুল খুঁজে পান। সেটির উপাদান বিশ্লেষণ করে তারা নিশ্চিত হন সে সময়ের মানুষেরা এক ধরনের সম্মোহনকারী মাদক গ্রহণ করতো।

পুরো ইউরোপজুড়ে সম্মোহনকারী মাদক গ্রহণের সবচেয়ে প্রাচীন এবং সরাসরি প্রমাণ এখানেই পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর ফলে হ্যালুসিনেসন এবং ডেলিরিয়াম হতো বলে জানান গবেষকরা।

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান মেনোরকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের এস কারিটক্স গুহা থেকে পাওয়া নমুনার ভিত্তিতে সায়েন্টিফিক রিপোর্ট জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। এই গুহাগুলোতে ২০০-রও বেশি মানুষের কবর দেওয়া হয়েছে।

ধারণা করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ পর্যন্ত প্রায় ছয়শ বছর ধরে এটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ অন্যান্য মৃত্যুকালীন ধর্মীয় আচার পালনের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল এই স্থানটি।

গবেষণা অনুযায়ী, মাদক পদার্থগুলো গুহায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। উদ্ভিদ থেকে তৈরি এসব মাদকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সাথে শামান তথা ধর্মীয় পুরোহিত জড়িত থাকতে পারে।

চুলের গোছাকে প্রাচীন ধর্মীয় আচারের সময় লাল রঙ করা হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে চুলগুলো একাধিক ব্যক্তির মাথা থেকে এসেছে। এর মধ্যে তিন ধরনের সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থ শনাক্ত করা গিয়েছে।

হ্যালুসিনেশন তৈরি করা অ্যাট্রোপাইন এবং স্কোপোলামিনের সাথে বিজ্ঞানীরা শক্তি এবং সতর্কতা বাড়ানো এফিড্রিনও খুঁজে পেয়েছেন। গবেষকরা আরও উল্লেখ করেছেন যে, গুহাগুলোতে মোটিফ খোদাই করা ঢাকনাসহ পাত্রের মধ্যে চুলগুলোকে পাওয়া গিয়েছে।

এর আগে গুহাচিত্রে মাদক উৎপাদন করা যায় এমন গাছের উপস্থিতির মতো পরোক্ষ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইউরোপে মাদক ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশে মাদকের প্রচলনঃ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ভারতবর্ষে প্রথম আফিম চাষ ও আফিম ব্যবসা শুরু করেছিল এবং এর জন্য একটি ফরমান জারী ও কিছু কর্মকর্তা নিয়োগ করে। বৃটিশরা ভারতবর্ষে আফিম উৎপাদন করে চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করে এবং এদেশে আফিমের দোকান চালু করে । ১৮৫৭ সনে আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন এবং ১৮৭৮ সনে আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর গাঁজা ও মদ থেকেও রাজস্ব আদায় শুরু হয় এবং ১৯০৯ সনে বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। আফিম, মদ ও গাঁজা ছাড়াও আফিম ও কোকেন দিয়ে তৈরী বিভিন্ন ধরনের মাদকের প্রসার ঘটলে ১৯৩০ সনে সরকার The Dangerous Drugs Act-1930 প্রণয়ন করে। একইভাবে সরকার আফিম সেবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৩২ সনে The Opium Smoking Act-1932 প্রণয়ন এবং ১৯৩৯ সনে The Dangerous Drugs Rules-1939 প্রণয়ন করে।

প্রবণতা বেশি।

সিগারেট কি মাদক?

সিগারেট মাদক।নিয়মিত সিগেরেট খেলে ব্রেনের নিউরো কেমিক্যাল পুরিবর্তন হয় কেননা ,তামাক বা সিগারেটে রয়েছে ‘নিকোটিন যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক একটি বিষ। ধূমপান আসলে ‘স্লো পয়জনিং’ ছাড়া আর কিছুনা, যা আস্তে আস্তে দেহের অংগ-প্রত্যংগকে নষ্ট করে।

#বিজ্ঞানীরা বলে থেকেন, "এক একটি জ্বলন্ত সিগারেট থেকে কম করে হলেও চার হাজার বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়।"

অপচয় করা কবীরাহ গুনাহ, আল্লাহ তাআ’লা সুরা বনী ইসরাঈল ২৭ নম্বর আয়াতে অপচয়কারীকে ‘শয়তানের ভাই’ বলেছেন। অথচ মুসলমান দেশগুলোতে প্রতিদিন হাজার-হাজার, কোটি-কোটি টাকার সিগারেট ও তামাক কেনা-বেচা হচ্ছে। অনেক নামাযি ভাইয়েরাও এই খবিস জিনিসটা খেয়ে জীবন, যৌবন ও টাকা নষ্ট করছে। একেকটা সিগারেটের দাম ৮ টাকা, ১০টাকা করে। অথচ এই টাকা দিয়ে একটা পাউরুটি কেনা যায় যা একজন বড় মানুষের একবেলার জন্যে যথেষ্ঠ। সিরিয়া, ফিলিস্থিন, আফগানিস্থানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চারা দিনের পর দিন খাবার না পেয়ে শুকিয়ে কংকাল হয়ে যাচ্ছে. . .অন্যদিকে কিছু ভাইয়েরা প্যাকেটের পর প্যাকেট খেয়ে নিজেকে এবং সম্পদ বিনষ্ট করছে। অনেক কাপুরুষ যুবক ভাইয়েরা ‘গার্লফ্রেন্ড’ নামক ‘নব্য রক্ষিতাদের’ সাথে সারারাত ধরে প্রেম-পিরিতীর গল্প করে, মোবাইলে, ইন্টারনেটে যৌনতাপূর্ণ অশ্লীল কথা বলে, বান্ধবীর সাথে ঝগড়া করে নিজের আত্মাকে নষ্ট করে আর তার সাথে সাথে প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট পুড়িয়ে তার মাঝে সান্ত্বনা খোজে। কেউবা আবার পরীক্ষার টেনশানে আল্লাহর কাছে দুয়া না করে সিগারট খেয়ে, গাজা খেয়ে শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কেউবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ইয়াবা কেনার টাকার জন্যে চুরি ও ছিনতাই করছে। ধূমপানের অভ্যাসটা কত খবিস ও নিকৃষ্ট হতে পারে চিন্তা করে দেখুন, কত যে মানুষ বাথরুমের মতো নোংরা ও নাপাক জায়গায় গিয়ে সিগারেট খেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করছে, সিগারেটের ধোঁয়া, বাথরুমের দুর্গন্ধ খেয়ে পেট ভর্তি করছে। যাই হোক, এমনই এক যুবক সাব্বির

(ছদ্ম নাম) আর দশটা ছেলের মতোই বাথরুমে গিয়ে সিগারেট খেতে অভ্যস্থ। অনেক সময় বাথরুমের সুয়ারেজের ময়লা পচে প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরী হয়ে থাকে। একদিন সাব্বির বাথরুমে গিয়ে সিগারেট খাওয়ার জন্যে লাইটার জ্বালানো মাত্রই বাথরুমে জমে থাকা সেই গ্যাসে আগুন ধরে গেলো। নিমিষের মধ্যেই বাথরুমের ভেতর বিশাল বড় আগুন জ্বলে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়ে সাব্বির বাথরুমের দরজা ভেঙ্গে ছিটকে এসে বাইরে পড়লো। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়ে সাব্বির শরীরে প্রায় ৩৫% পোড়া নিয়ে ঢাকা মেডিকেলের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হয়েছিলো। সাব্বিরের ভাগ্য কিছুটা ভালো যে, বিস্ফোরণের ফলে সে বাথরুমের দরজা ভেংগে বাইরে এসে পড়ে, যার কারণে পুরো অগ্নিকান্ডে দগ্ধ হয়ে কয়লা হয়ে যায়নি। সে তুলনায় জনাব রিজভী হোসাইনের (ছদ্মনাম) ভাগ্য এতোটা ভালো ছিলোনা। সাব্বিরের মতো তিনিও বাথরুমে সিগারেট খেতে গিয়ে আগুন জ্বলে পুরো অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, এবং দুইদিন চিকিৎসার পরে অল্প বয়সে স্ত্রীকে বিধবা মৃত্যুবরণ করেন।

এই হচ্ছে হারাম কাজের, আল্লাহর আদেশ নিষেধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বা সেই ব্যপারে ভ্রুক্ষেপ না করে দিনের পর দিন সীমা লঙ্ঘন করার সামান্য দুনিয়াবী শাস্তি। এইরম হাতে-নাতে নগদ শাস্তি আল্লাহ সবাইকে দেন না, কারণ চূড়ান্ত বিচার ফয়সালার দিনতো এখনো বাকী। তবে পাপীর সংখ্যা যখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে, তাদেরকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সামান্য কয়জনকে দুনিয়াবী শাস্তি দিয়ে বাকিদেরকে সতর্ক করে দেন।

অনেকে মনে করতে পারেন, বাথরুমে গিয়ে না খেলেই বুঝি নিরাপদ। তাদের জন্যে বলছি আল্লাহ চাইলে বান্দাকে হাজারটা উপায়ে শাস্তি দিতে পারেন। বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে প্রধান যেই রোগগুলো হার্ট এটাক, হার্ট ব্লক, ব্রেইন স্ট্রোক, এজমা, ফুসফুসের ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এমন অনেক রোগের প্রধান 'রিস্ক ফ্যাক্টর' হচ্ছে স্মোকিং এবং মদ পান, সেটা আপনি যেকোন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেই সত্যতা জানতে পারবেন। প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে অনেক ডাক্তারও কেনো এইগুলো খাচ্ছে? জ্বি, এটা সত্য। এমনও ডাক্তারের উদাহরণ আমি জানি, যে নিজে ধূমপান করে, ধূমপান করে ধূমপান বিরোধী অনুষ্ঠানে মানুষকে উপদেশ দিতে যায়। ক্বুরআনের আল্লাহ তাআ'লা ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের উপমা দিয়েছেন পুস্তক বহনকারী গাধার মতো, যারা জ্ঞান অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু

সেই জ্ঞান তাদের কোন উপকারে আসেনা। যেই সমস্ত ডাক্তার মেডিক্যাল সাইয়েন্স পড়েও ধূমপান করে বা মদ খায় তাদের উপমা এই পুস্তক বহনকারী গাধাদের মতো।

যুব সমাজের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকারঃ

মনে রাখতে হবে, বর্তমানে আমাদের যুব সমাজ অসংখ্য সংকট ও সমস্যায় জর্জরিত। এ সব সংকট ও সমস্যার মধ্য হতে অন্যতম সংকট ও সমস্যা হলো মাদক সেবন ও নেশা করা। ইসলামে সব ধরনের মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হলেও ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে যুব সমাজ মাদকের মরণ নেশায় মেতে উঠেছে। বাংলা 'নেশা' শব্দটি মূলত ফার্সি শব্দ 'নাশাতুন' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হচ্ছে 'মত্ততা'। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ যুব সমাজ মাদক-আক্রান্ত হয়ে ধ্বংসের অবলীলায় নিপতিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের মাদকের সয়লাব যুবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়াতে তারা কোনো না কোনো উপায়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। মাদক বর্তমানে এত বেশি ব্যাপক আকার ধারণ করছে, যার ভয়ানক প্রভাব ও বিস্তার লক্ষ্য করা যায় আমাদের মানুষ গড়ার আঙ্গিনা-শিক্ষাঙ্গনগুলোতেও। এটি বর্তমান সময়ে যুব সমাজের জন্য একটি ভয়ানক পরিণতি ও অশনি সংকেত। তাই, বর্তমানে যদি একজন যুবক নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে তাকে সঠিক পথে রাখার জন্য কিংবা মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হয়, তাহলে যুব সমাজের কাছে জাতির যে প্রত্যাশা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যুব সমাজ ধ্বংস ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায় মাদক। মাদক শুধু একজন যুবকের মেধা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের প্রতিবন্ধক নয় বরং মাদক একজন যুবককে ধ্বংসের অবলীলা ও মারাত্মক পরিণতির দিক ঠেলে দিয়ে তাকে চিরতরে ধ্বংস ও অকেজো করে দেয়। তার মূল্যবান জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।

ইসলামি মূল্যবোধ বান্ধব সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া সব সমাজেই মাদকের ছুটাছুটি পরিলক্ষিত। মুসলিম পারিবারিক বন্ধন ও ইসলামি মূল্যবোধ কম-এমন পরিবারের সদস্যরা অতি সামান্য কারণে

মাদকদ্রব্যে অধিকতর আসক্ত হচ্ছে। যারা নেশা করে তাদের অধিকাংশই জানে, নেশা কোনও রকম উপকারী বা ভালো কাজ নয় এবং তা মানুষের জীবনীশক্তি বিনষ্ট করে। এসব জেনেশুনেও মাদকাসক্ত মানুষ নেশার অন্ধকার জগতের মধ্যে থাকতে চায়। মাদকাসক্ত তরুণ প্রজন্ম ধর্ম-কর্ম সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হতাশাকে সঙ্গী করে জীবনের চলার পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে এবং বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে সামাজিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম মানুষকে নেশা গ্রহণ ও মাদক সেবন হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করে। মানুষকে ধ্বংস ও করুণ পরিণতি হতে রক্ষা করার জন্য ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার কোনো বিকল্প নাই। তাই আমাদের জানতে হবে ইসলাম মাদক সম্পর্কে কি দিক-নির্দেশনা দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

¼كل شراب أسكر فهو حرام¬

“যে কোনো ধরনের নেশাজাত পানীয় হারাম”। তিনি আরও বলেন,

¼كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ¬ رواه مسلم.

‘নেশাজাতীয় যেকোনো দ্রব্যই মাদক, আর যাবতীয় মাদকই হারাম, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মাদক সেবন করে, অতপর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং সে তাওবা না করে, আখিরাতে সে মদ পান করা হতে বঞ্চিত হবে’।[2]

মানবসভ্যতার প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টিকারী দেশের অন্যতম অভিশাপ মাদকাসক্তি। মাদকদ্রব্যের নেশার ছোবল এমনই ভয়ানক যে তা ব্যক্তিকে পরিবার, সমাজ, দেশ থেকেই বিচ্ছিন্ন করে না; তা সমগ্র জীবন ধ্বংস করে দেয়। মাদক কেবল সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রেরই ক্ষতি করে না; সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও বিপন্ন করে। পরিমাণে অল্প হোক আর বেশি হোক-পান বা অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করা হোক, নেশা ও চিত্ত-বিভ্রমক হলেই তা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মানবতার মুক্তির কান্ডারি ইসলামই সর্বনাশা মাদক সম্পর্কে মানব জাতিকে সর্বোচ্চ সতর্ক করছে।

মানুষ যাতে মাদক থেকে দূরে থাকে তার জন্য মাদক সেবনে এ নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

‘ওহে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কারসাজি। সুতরাং, তোমরা এসব বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”।

মাদক হলো এমন এক ধরনের অবৈধ ও বর্জনীয় বস্তু, যা গ্রহণ বা সেবন করলে আসক্ত ব্যক্তির এক বা একাধিক কার্যকলাপের অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটতে পারে। মাদকাসক্তিতে মানুষের কোনও না কোনও ক্ষয়ক্ষতি তো হয়ই এবং ধীরে ধীরে তা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। মাদক কেবল একক অপরাধ নয়, মাদকাসক্তির সঙ্গে সন্ত্রাস ও অন্যান্য অপরাধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মানুষের অন্তরে মাদকের ক্ষতির অনুভূতি জাগ্রত করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تشربوا الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر¬

‘তোমরা মাদক ও নেশা পান করো না; কেননা এটা সব অপকর্ম ও অশ্লীলতার মূল’।

মাদকের করাল গ্রাসে তরুণ সমাজ আজ সৃষ্টিশীল ও সৃজনশীল কাজে মেধা, যোগ্যতা, প্রজ্ঞার আশানুরূপ অবদান রাখতে পারছে না। যে তরুণ তার অমিত সম্ভাবনাকে পরিবার, দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে পারত, মাদকের নীল দংশন তার সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করে, এমনকি ক্রমান্বয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। উপরন্তু তথা কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতসহ আল্লাহ তায়ালার বিধিবদ্ধ দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত থেকে দূরে রাখে এবং পাপাচারে লিপ্ত করে। এতে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন। এ মর্মে কুরআনে মাজীদে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾ [المائدة: ٩١]

‘নিশ্চয় শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে চায়, তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?’ যেহেতু মাদকাসক্তি একটি জঘন্য সামাজিক ব্যাধি, জনগণের সামাজিক আন্দোলন, গণসচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমেই এর প্রতিকার করা সম্ভব। ঘর থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাড়া-মহল্লা ও এলাকায় মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ঘৃণা প্রকাশের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকদ্রব্যের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে নিয়মিত সভা-সমিতি, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কিত শিক্ষামূলক ক্লাস নিতে হবে। মাদকদ্রব্য উৎপাদন, চোরাচালান, ব্যবহার, বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রচলিত আইনগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ও কঠোর বিধান কার্যকর নিশ্চিত করা দরকার। সমাজজীবনে এহেন ঘৃণ্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও প্রসার রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে যারা মাদকদ্রব্য প্রস্তুত, এর প্রচলন ও সরবরাহের কাজে জড়িত তাদের দেশ ও জাতির স্বার্থে এহেন অনৈতিক কাজ অবশ্যই বর্জন করা উচিত। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের আগে মসজিদের ইমাম-খতিবের ভাষণে মাদকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সোচ্চার থাকতে হবে এবং মাদকের কুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের অবৈধ উৎপাদন, বিপণন, ব্যবহার ও চোরাচালান রোধসহ সকল স্তরের মুসল্লিদের কঠোর অবস্থান নিতে হবে। শুধু মদ্যপায়ী ও বিক্রেতা নয়, বরং মদ ও মাদকদ্রব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ১০ জনের প্রতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত দিয়েছেন। তারা হচ্ছে,

¼لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ–

“১. মদ্যপানকারী, ২. মাদক প্রস্তুতকারক ৩. মাদক প্রস্তুতের উপদেষ্টা, ৪. মাদক বহনকারী, ৫. যার কাছে মাদক বহন করা হয় ৬. যে মাদক পান করায়, ৭. মাদক বিক্রেতা, ৮. মাদকের মূল্য গ্রহণকারী ৯. মাদক ক্রয়-বিক্রয়কারী, ১০. যার জন্য মাদক ক্রয় করা হয়”

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ লোক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মাদকদ্রব্যের প্রসার রোধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালালে দেশ থেকে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান আছে। ইহকাল ও পরকালে মাদকাসক্তির ভয়াবহতা জনগণের সামনে তুলে ধরার পরও যারা এ ভয়ঙ্কর নেশা ছাড়ে না তাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডবিধি প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা সংশোধিত হয় এবং অন্যরা শিক্ষা নিতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়ার শিক্ষাই মাদকের সর্বনাশা অভিশাপ থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তরুণদের রক্ষা করতে পারে।

অতএব, ধর্মভীরু মা-বাবা ও অভিভাবকদের উচিত সর্বনাশা মাদকের কুফল ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সন্তানদের সচেতন করা। তাহলেই মাদকাসক্ত সন্তানদের নিয়ে মা-বাবার সমস্যা অনেক কমে যাবে। মা-বাবা ও অভিভাবকেরা, নিজেদের সন্তানদের সামনে ধর্মীয় রীতিনীতি, ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার সুন্দর আদর্শ তুলে ধরুন। কারণ তারাই একদিন সমাজ-সংসার তথা দেশের কর্ণধার হবে। প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত, তাদের সন্তান যাতে কোনও অসৎ সংস্রবে পড়ে মাদকাসক্ত না হয় সেদিক সজাগ দৃষ্টি রাখা। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক শৃঙ্খলা, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, সর্বোপরি মানসিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোন ও বিজ্ঞানের আলোকে মাদকতা?

সমস্ত পৃথিবীতে মাদকতা ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গি নিম্নে দেওয়া হলো :

পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টির অবতারণা করতে চাই। সেখানে প্রতি বছর ৯৫ সহস্রাধিক মানুষ মাদকজনিত রোগে মারা যায়; অর্থাৎ প্রতিদিন মারা যায় প্রায় ২৬১ জন। এসব মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। শুধু ২০১৫ সালে মাদকজনিত কারণে ১০ হাজার ২৫৬ জন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ২০১৯ সালে এক কোটি ৪৫ লাখ লোক মাদকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। কাজে মনোযোগহীনতা, শিশু ও নারী নির্যাতন, বিয়েবিচ্ছেদ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে মাদকের ভ‚মিকা রয়েছে। ওই দেশে মাদকজনিত ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ২৪৯ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারা বিশ্বে প্রায় তিন লাখ লোক প্রতি বছর মাদকজনিত রোগে মারা যায়। মাদকের কারণে লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার, মুখে ও গলায় ক্যান্সার, সংক্রামক রোগ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শারীরিক ক্ষতি বিশেষ করে আত্মহত্যা, সড়ক দুর্ঘটনা, ফৌজদারি অপরাধ, ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ ও এইচআইভি বা এইডস ইত্যাদির সাথে মাদকাসক্তি জড়িত।

আমাদের পাশের দেশ ভারতে মাদকাসক্তি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা। সেখানে প্রতি তিনজনের একজন মদ্যপান করে থাকে এবং ১০ শতাংশ মাদকাসক্ত। ভারতে সড়ক দুর্ঘটনার সাথে মাদকাসক্তির সম্পর্ক প্রায় ৩৩ শতাংশ। মাদকজনিত রোগে ২০-৩০ শতাংশ লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এত কিছুর পরও মাদকদ্রব্যকে কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না? এর উত্তর জানতে গেলে আমাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের পাতা পেছনের দিকে উল্টাতে হবে। ১৯২০-৩৩ প্রায় ১৪ বছর সেখানে মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এ সময় প্রচার-প্রপাগান্ডা করে ও আইন প্রণয়ন করে বিভিন্ন রকম শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মদের কারখানা বন্ধ থাকলে কী হবে, ঘরেই মানুষ বিষাক্ত মদ বানানো শুরু করে দেয়। মদ বন্ধ করার চেষ্টা অবশেষে ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং আবার আইন করে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতের গুজরাট প্রদেশেও একই কর্মসূচি সফল হতে পারেনি। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যর্থতার কারণ

কী? যেকোনো অপরাধ যেমন- মদ বা ঘুষ খাওয়া, চুরি, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ প্রভৃতি সমাজ থেকে দূর করতে হলে তিনটি উপাদানের সমন্বয় দরকার- ১. নৈতিক শিক্ষা; ২. আইনের প্রয়োগ; ৩. অপরাধের উপকরণের সহজলভ্যতা দূরীকরণ। যেমন- যদি সমাজে সহজেই মদ কিনতে পাওয়া যায়, তা হলে তার সেবনও বেড়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণটি শক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু নৈতিক শিক্ষার অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাজেই নৈতিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থকেই নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উৎস মনে করে থাকে। তা হলে দেখা যাক, মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ কী নৈতিক শিক্ষা দেয়-

খ্রিষ্টান ধর্ম :

মদের ওপর বাইবেলে কমপক্ষে ১০০টি শ্লোক রয়েছে, তার কোনোটি মদ খাওয়ার পক্ষে আবার কোনোটি বিপক্ষে। যেমন- ‘শুধু পানি খেলে হবে না, পেটের জন্য কিছুটা মদ ব্যবহার করো এবং ঘন ঘন রোগের জন্য।’ (তিমথি-৫:২৩)

মদের একজন খ্রিষ্টান অনুরাগী বাইবেলে মদের পক্ষে অন্তত ১০টি শ্লোক পেয়েছেন। জার্মানিতে একবার আমি একটি গির্জা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম প্রধান ধর্মযাজক কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গির্জায় বসে মদপান করছেন। এক কথায়, মাদকসেবন বন্ধের জন্য যে নৈতিক প্রেরণা প্রয়োজন তা বাইবেল থেকে পাওয়া কঠিন।

ইহুদি ধর্ম

: তাদের ধর্মগ্রন্থে মদের ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করা হয়েছে, আবার বিপরীত কথাও উল্লেখ আছে। যেমন- ‘মদ মানুষের হৃদয়কে প্রফুল্ল করে’। (সালম-১০৪:১৫) তাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ‘নুহ আ: নিজে ও হারুন আ:-এর ছেলেরা (প্রধান ধর্মযাজক) মাতাল হয়েছিলেন।’ (জেনেসিস ৯:২০-৫ ও লেভেটিকাস-১০:১) (নাউজুবিল্লাহ)। ইহুদি ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান যেমন- পাসওভার, হাভদালাহ, কিদ্দুশ ইত্যাদিতে মদ হচ্ছে অন্যতম উপাদান।

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বৌদ্ধ এক ফোঁটাও মদপান করতে নিষেধ করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের কিছু শাখার মতে, পরিমিত মদপানে কোনো সমস্যা নেই। গৌতম বৌদ্ধ যুবক বয়সে মদপান করেছেন এবং কঠোর তপস্যার সময় মদপানে বিরত থেকেছেন। এরই ভিত্তিতে সম্ভবত তিব্বত ও ভারতের অনেক মঠে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নিয়মিত মদপান করে থাকে।

হিন্দু ধর্ম :

ঋকবেদে মদপানকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু এর সূত্রগুলোতে (বেদের ব্যাখ্যা) বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয়রা ফল ও ফুল থেকে তৈরি মদ খেতে পারে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী মদ নিষিদ্ধ নয়, তবে ব্রাহ্মণদের জন্য তা অপবিত্র। ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও নাবিকদের মদ খেতে কোনো অসুবিধা নেই। দেব-দেবী, রাজা-রানী মদপান করছে এরকম অনেক ঘটনা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর জন্য মদ বন্ধ করার নৈতিক শিক্ষা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া কঠিন।

ইসলাম

এবার আমরা দেখব, ইসলাম এ বিষয়ে কী বলেছে। ইসলাম মানবজীবনের যেকোনো সমস্যারই অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দেয়। মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাহেলি যুগে মানুষ হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ, জুয়া, ব্যভিচার, মেয়ে শিশুদের জীবন্ত কবর দেয়া, অকারণে যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল। ঘরে ঘরে মদপান চলত। এসব অপরাধের সমাধানের সাথে সাথে মাদকাসক্তির এমন সুন্দর সমাধান ইসলাম করেছে যে, আজো বেশির ভাগ মুসলিম দেশে মাদকদ্রব্য বড় কোনো সমস্যা নয়।

মাদকদ্রব্যের ব্যাপারে কুরআন নৈতিক শিক্ষার ওপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছে। এ ব্যাপারে এর শিক্ষা খুবই স্পষ্ট, কোনো রকম সংশয় বা বাদানুবাদের অবকাশ নেই, যা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। কুরআন মাদকাসক্তির বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও করেছে; অর্থাৎ মাদকাসক্তিকে ক্রমেই সমাজ থেকে দূর করেছে। যদি একজন মাদকাসক্তকে হঠাৎ করে মদ খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়, তা হলে তার Delirium Tremens-সহ নানা রকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই কুরআন এ ব্যাপারে কিছুটা ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছে।

‘তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটোতে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়।’ (আল কুরআন-২:২১৯)

মদের ব্যাপারে নাজিলকৃত প্রথম এসব আয়াতে মদ সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়নি, নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ শক্ত ছিল তাদের জন্য এসব আয়াতই যথেষ্ট ছিল। তারা মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। বাকিদের জন্য আরো কঠোর আদেশের প্রয়োজন ছিল। একসময় কোনো কোনো বিজ্ঞানী পুলকিত হয়েছিলেন যে, লাল মদের মধ্যে হৃদরোগের ক্ষেত্রে কিছুটা উপকারিতা পাওয়া গেছে। অথচ এরকম কিছু উপকারিতার কথা ১৪০০ বছর আগে কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে। অধুনা এক গবেষণায় দেখা যায়, সামান্যতম মদপানও মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। যাই হোক, পরবর্তী ধাপে কুরআন কঠিনতর বিধান জারি করল-হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো যা তোমরা বলো।’ (আল কুরআন-৪:৪৩)

রাসূল সা: তাঁর সাহাবিদের এমন নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, যখনই কুরআনের কোনো নির্দেশ আসত, তারা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। উপরের নির্দেশে মদ খাওয়ার সময়সীমা অনেক সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

পরবর্তীতে মদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো, ‘হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা, বেদি ও ভাগ্যনির্ধারক তীরগুলো তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।’ (আল কুরআন-৫:৯৩)

এরকম একটি কঠিন আদেশ আসার পর তৎকালীন সমাজের মানুষের নৈতিক মান দেখুন। আনাস রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, যে দিন মদ হারাম ঘোষিত হলো, আবু তালহার ঘরে আমি, আবু উবায়দা বিন জাররা, আবু তালহা, উবাই বিন কাব প্রমুখকে মদ পরিবেশন করছিলাম। হঠাৎ ঘোষণা করা হলো, 'এখন থেকে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে'। তখন আবু তালহার নির্দেশে ওই সব মটকা ফেলে দেয়া হলো। আনাস রা: বলেন, সে দিন মদিনার অলিতে গলিতে মদের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা) উপরের হাদিসগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাসূল সা:-এর বড় বড় সাহাবিরাও মদপানে অভ্যস্ত ছিলেন। তা হলে সাধারণ মানুষের মদের প্রতি যে কী রকম আসক্তি ছিল, তা বলাবাহুল্য। কুরআন তাদেরকে এমন নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যে, তাদের মধ্যে কেউ সাইয়েদুস শুহাদা (শহীদদের সরদার) হয়েছেন, আশারুল মুবাশশারাহ (জীবদ্দশায় বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন) হয়েছেন। এই হচ্ছে মাদকাসক্তির পর্যায়ক্রমিক কুরআনিক চিকিৎসা।

ইসলাম সকল প্রকার মাদক তথা নেশাদার দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই মদ আর যাবতীয় মদই হারাম'।অথচ এই মাদকের ভয়ংকর থাবায় আজ বিশ্বব্যাপী বিপন্ন মানব সভ্যতা। এর সর্বনাশা মরণ ছোবলে জাতি আজ অকালে ধ্বংস হয়ে যচ্ছে। ভেঙ্গে পড়ছে অসংখ্য পরিবার। বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বৃদ্ধি পাচ্ছে চোরাচালানসহ মানবতা বিধ্বংসী অসংখ্য অপরাধ। মাদকাসক্তির কারণে সকল জনপদেই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস বেড়ে গিয়ে মানুষের জান-মাল ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ অপরাধের জন্য মুখ্যভাবে দায়ী এই মাদকতা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَتَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. 'মদ পান করো না। কেননা তা সকল অপকর্মের চাবিকাঠি'। অন্য হাদীছে এসেছে, اِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ. 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা অশ্লীল কাজের মূল'।

মাদক নিষিদ্ধকরণের ক্রমধারা :

ইসলাম শুরুতেই মদ হারাম ঘোষণা করেনি; বরং এটি নিষিদ্ধকরণে শরী'আত এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়েছিল। এজন্য ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানব মনে বদ্ধমূল করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন আসমানী বিধান নাযিল হচ্ছিল তখন মদ সমগ্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য এ পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। কেননা তখন যদি হঠাৎ মাদক করে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হ'ত, তাহ'লে তা পালন করা তখনকার লোকদের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়ে পড়ত। অনেকে হয়ত তা গ্রাহ্যই করত না।

কুরআন মাজীদে প্রথমতঃ মদের অপকারিতা ও পাপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন! এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়' *(বাক্বারাহ ২১৯)*। এরপর ছালাতের সময় মদ পান হারাম করে আল্লাহ ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُوْلُوْنَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন ছালাতের ধারে-কাছেও যেও না। যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ' *(নিসা ৪৩)*। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হচ্ছে- একজন ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছালাত আদায় করার সময় পড়ে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ- أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ- 'হে কাফেররা! তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি'। এভাবে গোটা সূরা সে 'না' সূচক অব্যয় لا বাদ দিয়ে পড়ে'। অতঃপর মদ চিরতরে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ لَعَلَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

‘হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখন কি নিবৃত্ত হবে?’ *(মায়েদাহ ৯০-৯১)*।

শরী‘আতের নির্দেশ সমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরী‘আত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতি সমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি যখন মদীনার অলিতে-গলীতে প্রচার করতে লাগল যে, মদ্যপান হারাম করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তারা সেখানেই ফেলে দিয়েছিল। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছিল।

আনাস (রাঃ) এক মজলিসে মদ পরিবেশনের কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনু কা‘ব, সুহাইল (রাঃ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ছাহাবীগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাড়ি ভেঙ্গে ফেল।[৭]

মদপানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ. ‘সর্বদা মদ পানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।

মদ্যপের ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না :

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ’লে জাহান্নামে যাবে। যদি তওবাহ করে তাহ’লে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। আবার নেশাদার দ্রব্য পান করলে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহ’লে জাহান্নামে যাবে। আর যদি তওবাহ করে তবে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। আবার যদি নেশাদার দ্রব্য পান করে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে যাবে। তওবাহ করলে আল্লাহ তার তওবাহ কবুল করবেন। লোকটি যদি চতুর্থবার মদ পান করে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন ‘রাদাগাতুল খাবাল’ পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ‘রাদাগাতে খাবাল’ কী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘আগুনের তাপে জাহান্নামীদের শরীর হ’তে গলে পড়া রক্তপূজ মিশ্রিত গরম তরল পদার্থ’।

মদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভিসম্পাত :

মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূল (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন। (১) যে লোক মদের নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) মদপানকারী (৪) যে পান করায় (৫) মদের আমদানীকারক (৬) যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী’।

মাদকের কুফলঃ

মদ্য পান অথবা যে কোনো নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন (চাই তা খেয়ে কিংবা পান করেই হোক অথবা ঘ্রাণ নেওয়া কিংবা ইঞ্জেকশান গ্রহণের মাধ্যমেই হোক) একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ, যার ওপর আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন মাজীদে মদ্যপান তথা যে কোনো নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ অথবা সেবনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে মানুষকে গাফিল করতে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]

“হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে। তাহলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ ও সালাত থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯০-৯১]

উক্ত আয়াতে মদ্যপানকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, তাকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তান কর্তৃক মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তা‘আলার স্মরণ ও সালাত থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে মদ্যপানের ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

¼لَـمَّا حُرِّمَتِ الْـخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ e بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوْا: حُرِّمَتِ الْـخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِدْلاً لِلشِّرْكِ¬

“যখন মদ্যপান হারাম করে দেওয়া হলো তখন সাহাবীগণ একে অপরের নিকট গিয়ে বলতে লাগলো: মদ হারাম করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটাকে শির্কের পাশাপাশি অবস্থানে রাখা হয়েছে”।

আবূদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মর্মে অসিয়ত করেন:

اَ تَشْرَبِ الْـخَمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ¬

“(কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও অঘটনের চাবিকাঠি”।

একদা বনী ইসরাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে চারটি কাজের যে কোনো একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলো: মদ্যপান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শূকরের মাংস খাওয়া। এমনকি তাকে এর কোনো না কোনো একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো তখন উক্ত সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেলো।

ইসলামে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ?

কিছুটা উপকার না থাকলে মদের প্রতি মানুষের এতটা আকর্ষণ থাকত না। কিছুটা লাভ না হলে মানুষ জুয়ার প্রতি আসক্ত হতো না। এই চরম বাস্তবতা উপস্থাপনের অতুলনীয় দর্পণ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এদিকে ইঙ্গিত করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, লোকেরা আপনাকে মদ-জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলে দিন, এতে মহাপাপ। যদিও কিছুটা উপকার আছে। কিন্তু উপকারের তুলনায় অপকারই বেশি। (বাক্বারাহ ২১৯)

কিছু সময়ের জন্য হৃদয় আনন্দানুভূতি, নিজেকে মনে মনে রাজার আসেন আসীন করা, ডান-বাম বাহুর দিকে তাকিয়ে নিজেকে বীরবল, শক্তিধর মনে করা, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ ফুটে ওঠা, কৃত্রিম উন্মত্ততায় উগ্র নারী সংশ্রবকে পরম পাওয়া মনে করা মদের উপকারিতার আওতায় পড়ে।

বিনা পরিশ্রমে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হাজার থেকে লাখপতি, লাখপতি থেকে কোটিপতি হয়ে যাওয়া কার না পছন্দ? কোরআনের এই স্বীকারোক্তিতে আপনি খুশিতে আটখানা হবেন না, কারণ, বাহ্যিক উপকারটুকু উপস্থাপনের পর তার অপকারটা যে চরম তাও কিন্তু কোরআন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

মাদক মানুষের শারীরিক, পারিবারিক এবং সামাজিক সব অপকারের মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে।

শারীরিক অপকার

১) মদ পানকারীর খাদ্যের চাহিদা কমে যায় ভীষণভাবে।

২) হজম শক্তি কমে যায় আস্তে আস্তে।

৩) চেহারায় বিকৃতি আসে একটা সময়।

৪) সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে দেহের স্নায়ুগুলোর। প্রাথমিকভাবে স্নায়ুগুলো উত্তেজিত করে দেহে শক্তি বর্ধন করে দেয়। উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর এই শক্তি আর স্থায়ী থাকে না। অনেকটা বেলুনের মতো এর উপকার। দেখবেন, বেলুন ফুলানোর আগে কত মসৃণ থাকে, ফোলানোর পর বাতাস ছেড়ে দিয়ে বেলুনের দিকে তাকাবেন, খসখসে হয়ে যায়।

প্রায় একই রকম হয় মদ্যপের অবস্থা। মদ পান করার আগে দেহটা যে সার্ভিস দিত, মদ পানে অভ্যস্ত হওয়ার পর মদ ছাড়া আর এই সার্ভিসটা দেয় না, তখন মদখোড় মদের কাছে অসহায় হয়ে যায়। এই অসহায়ত্বকে আমরা বলি নেশা।

৫) ৪০ বছর বয়সে নিজেকে অকর্মণ্য হিসেবে আবিষ্কার করতে পারে, যেমনটা হয়ে থাকে ষাটোর্ধ্ব বয়স্কদের বেলায়।

৬) বড় রকমের আঘাত পড়ে লিভারে।

৭) কিডনি অকেজো হওয়া নৈমত্তিক ব্যাপার।

৮) যক্ষ্মা রোগ নাকি মদ্যপের অনিবার্য পরিণতি। ইউরোপজুড়ে যক্ষ্মার আক্রমণ নাকি মদপান থেকেই শুরু হয়েছে।

৯) মদপান অবস্থায় জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। এই প্রভাবটা মদপান করার পর দীর্ঘক্ষণ, এমনকি জীবনভর চলতে থাকে।

১০) মদ্যপরা স্বাভাবিক জীবনে আসতে পারে না। কেউ কেউ তো পাগল হয়ে যায়।

১১) মদ রক্তের সঙ্গে মিশে না। আলাদা থেকে যায়। পয়জন হিসেবে জমা হতে থাকে। এক সময় এই জীবাণু রোগ সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসে।

১২) মদের প্রথম আক্রমণটা হয় গলা-শ্বাসনালীতে। শ্বাসনালীতে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

১৩) ওদের গলার স্বর মোটা হয়ে যায়। অধিকাংশ মদ্যপ চিহ্নিত হয় এই মোটা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে।

১৪) এই অভিশাপ শুধু মদ্যপ নয়, তার সন্তানের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্তের সন্তানরাও মদ্যপানের প্রতি আগ্রহী হয়।

১৫) এমনকি সন্তান দুর্বলদেহী হয়ে জন্ম নেয়।

১৬) কোনো সন্তান নির্বংশ হয়ে জন্ম নেবে। ওর কোনো সন্তান জন্মাবে না।

১৭) মদ্যপদেরকেই সমাজে পুতুলের সতো উপহাসের পাত্র হিসেবে দেখা হয়।

পারিবারিক অপকার :

মদ্যপদের মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে যায়। মানবতা, উদারতা, সামাজিকতা রক্ষা করে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এর শুরুটা হয় পরিবার থেকে। স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের রূঢ় আচরণ, মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার, পাড়া-প্রতিবেশীদের হুমকি-ধমকি তাদের নৈমত্তিক ব্যাপার।

নেশা করতে যেখান থেকে বাধা আসে তাকেই প্রতিহত করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। সাধারণত এই বাধাটা আসে পরিবার থেকে। এ জন্য মাতা-পিতাকে খুন করা, স্ত্রী-সন্তানকে আঘাত করা তাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার।

ড্রাগ এডিক্টেড কন্যা ঐশী কর্তৃক ডিবি অফিসার মাহফুজুর রহমানের হত্যাকান্ড এর সুস্পষ্ট উদাহরণ।

এ দেশে স্বল্প আয়ে পরিবার চালান যারা তাদের আমরা হুজুর বলে চিনি। দাম্পত্য কলহের বড় কারণ অভাব। কিন্তু অভাব থাকা সত্ত্বেও হুজুরদের পরিবারে এই কলহ থাকে না। কারণ সেখানে মাদকের উপস্থিতি নেই।

সামাজিক সমস্যা

১) মদপানকারীরা সমাজে মারামারি, হানাহানি, খুনাখুনিতে মজা পায়।

২) যিনা-ব্যাভিচার তাদের প্রথম পছন্দ।

৩) একটা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ যে পরিমাণ হয়, একটা মদ্যপের পকেট খরচ এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। এ জন্য নবীজি মদকে সব অশ্লীলতা ও কদর্যতার মূলমন্ত্র বলেছেন।

এক জার্মান ডাক্তার বলেছেন আপনি আমাকে দেশের চলমান সরাবখানার অর্ধেকটা বন্ধ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিন, আমি আপনাকে অর্ধেক হাসপাতাল ও জেল অপ্রয়োজনীয় হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেব।

জুয়ার নেশা মানুষকে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি এমনকি খুনাখুনিতে লিপ্ত করে। এক দিয়ে বহু গুণ পাওয়ার আশায় ওরা হারাতে থাকে সঞ্চিত সব সম্পদ। বিক্রি করতে থাকে স্ত্রীদের গহনাঘাটি। এমনকি জুয়ায় হেরে স্ত্রীকে জুয়ার দানে ধরার উদাহরণ পত্রিকায় আমরা দেখছি।

বর্তমান ক্যাসিনো সংস্কৃতি মদ-জুয়াকে দিয়েছে দুর্ধর্ষ গতি। জুয়ার আধুনিক সংস্করণ ক্যাসিনোর মাধ্যমে গোটা জাতির অর্থ জমা হচ্ছে গুটিকয়েক জুয়াড়ি লকারে। শত শত কোটি টাকা অচল হয়ে পড়ে আছে ওদের গুদামঘরে। এই টাকাগুলো কুক্ষিগত না হলে সচল হয়ে জাতীয় জীবনে অনেক সমৃদ্ধি নিয়ে আসত।

ক্যাসিনো সংস্কৃতির কবলে পড়ে আজ জাতীয় অর্থনীতি হুমকির মুখে। সরকারের বহুবিধ উন্নয়ন ম্লান করে দিয়েছে জুয়াড়িদের এই ক্যাসিনো সংস্কৃতি।

তবে আশার কথা যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করছেন। মদ ও জুয়ার আসর ধ্বংসে নামিয়েছেন রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনী। দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে এর বিকল্প ছিল না। কোনো প্রকার হুমকি-ধমকি যেন এই অভিযান ব্যাহত না হয়।

মাদকের বিরুদ্ধে ইসলামের হুঁশিয়ারি?

হে ঈমানদাররা! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব, তোমরা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তবু কি তোমরা তা থেকে নিবৃত্ত হবে না?’ (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৯০-৯১) মদের ব্যাপারে এটি কোরআনের সর্বশেষ চূড়ান্ত আয়াত।

এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত মদ চিরতরে হারাম করা হয়েছে। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মদিনায় এ পরিমাণ মদ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে পথঘাট ছিল বৃষ্টির পানির মতো সিক্ত। মদের

মটকাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। যেসব পাত্রে মদ তৈরি করা হতো, নবীজি (সা.) সেসব পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন।

এমনকি বাইরের দেশ থেকে কোনো কাফেলা বা প্রতিনিধিদল মদিনায় এলে তাদেরও ওই সব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিতেন। মদপান থেকে মানুষকে বিরত রাখতে অসংখ্য হাদিসে নবীজি (সা.) এর ভয়াবহ পরিণতির কথা ব্যক্ত করেছেন। একটি হাদিসে তিনি বলেন, 'শরাব ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না। অর্থাৎ মদপান অবস্থায় মানুষের ঈমান থাকে না।

' (নাসায়ি শরিফ, হাদিস : ৭১২৬)

মদপান মূর্তিপূজা সমতুল্য অপরাধ। এ ব্যাপারে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিয়মিত মদ্যপানকারী মূর্তিপূজারির মতো।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৭৬)

আরেকটি হাদিসে এসেছে, 'তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তারা হচ্ছে—মাত-পিতার অবাধ্য সন্তান, নিয়মিত মদপানকারী এবং যে ব্যক্তি দান করে তা বলে বেড়ায়।' (মুস্তাদরাক, হাদিসবর্তমানে বেশির ভাগ খুন-ধর্ষণের পেছনে রয়েছে মাদকের নেশা। শরাবখানাগুলো ব্যভিচারের আখড়া। জনৈক জার্মান ডাক্তার বলেছেন, 'যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, দেশের অর্ধেক হাসপাতাল ও জেলখানা আপনা থেকেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।' মাদকের বহুমুখী অপরাধের কারণেই সম্প্রতি মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন। এটি প্রশংসাযোগ্য। আবার উদ্বেগেরও বিষয়। কারণ, ক্ষমতা ও টাকার হাতবদলে বদলে যায় অনেক কিছু। প্রকৃত অপরাধীরা ছাড় পেয়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ লোক হয়রানির শিকার হওয়াই উদ্বেগের কারণ। সহিহ বুখারির বর্ণনায় রয়েছে, 'একবার মাখজুমিয়া গোত্রের জনৈক মহিলাকে চুরির অপরাধে নবীজি (সা.) হাত কর্তনের নির্দেশ দেন। সেই মহিলা ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ার কারণে তার শাস্তি রহিত করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন করা হয়। তাতে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, 'তোমাদের আগের জাতি এ কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তার শাস্তি রহিত করা হতো। আর দুর্বল, অসহায় লোকের বেলায় শাস্তি কার্যকর করা হতো। শোনো, মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম।' (বুখারি শরিফ, হাদিস : ৩৪৭৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মদপান করে তাকে বেত্রাঘাত করো। আবার পান করলে আবারও বেত্রাঘাত করো। আবার পান করলে আবারও বেত্রাঘাত করো। এর পরও পান করলে এবারও বেত্রাঘাত করো। তার পরও যদি পান করে, তাহলে হত্যা করো।’ (সুনানে বায়হাকি, হাদিস : ৩৬৯০) এখানে যদিও চতুর্থবারের পর মদপান করার অপরাধে হত্যা করার কথা রয়েছে; কিন্তু অন্য আরেকটি হাদিস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে, জনৈক মদ্যপকে নবীজি (সা.)-এর কাছে ধরে আনা হলে তিনি তাকে বেত্রাঘাত করেন। হত্যা করেননি। অথচ সে লোক এর আগে চারবার মদ পান করেছিল। তাই মদপানকারীকে হত্যা না করার ব্যাপারে সব আলেমের ঐকমত্য রয়েছে। নবীজি মদপানকারীকে কখনো বেত্রাঘাত করেছেন, কখনো জুতাপেটা করেছেন। হজরত ওমর ফারুক (রা.)-এর জমানায় মদপানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করার ফয়সালা হয়। কোনো সাহাবি এর বিরোধিতা করেননি।

মদের ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি স্ববিরোধী?

স্ববিরোধিতার অভিযোগ:

মদ খাওয়ার ব্যাপারে কুরান কি বলে ? – খাওয়া যাবে(Quran 16:67) তবে প্রার্থনা না করা অবস্থায় (Quran 4:43), খুবই খারাপ জিনিস (Quran 5:90) যার জন্য রয়েছে গুনাহ (Quran 2:219) ! **জবাব:** শরিয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরিয়ত কোনো বিষয়ে কোনো হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানুষের সামর্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে। যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,"আল্লাহ তা’আলা কোনো মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার সাধ্যের বাইরে"(সূরা বাকারা-২৮৬) এ দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিলো যেন ইসলামী শরিয়তও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।আলেমগণ বলেছেন, যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনিভাবে মানুষের কোনো অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চেয়েও কষ্টকর। এজন্যে ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে

মদের মন্দ দিকগুলো মানব মনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর বিশেষ বিশেষ সময় তথা নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যে তা নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।(তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন-১/৫২৪) .ইসলামের প্রথম যুগে জাহেলিয্যাত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের পরেও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয্যার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দুটি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। মদীনায্ পৌছার পর কতিপয্ সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল(রা)এবং কিছুসংখ্যক আনসার রসূলে- করীম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ " মদ ও জুয্যা মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধনসম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?" এ প্রশ্নের উত্তরে সূরা বাকারায্ নিম্নোক্ত আয্াতটি অবতীর্ণ হয়। "তারা তোমাকে মদ ও জুয্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ-গুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়"।

(বাকারা-২১৯)

আয্াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয্যাতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি- বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মন্দ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।এ আয্াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয্াতটি নাযিল হওয্ার ঘটনা নিম্নরূপঃএকদিন হযরত আবদুর

রহমান ইবনে আওফ(রাঃ) সাহাবিগণের মধ্যে হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় যখন তিনি সুরা আল-কাফিরূন ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল।.... (তিরমিযী হা/৩০২৬ দ্রষ্টব্য।) এরশাদ হলঃ "হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেওনা।" (সূরা নিসা:৪৩), এই আয়াতের মাধ্যমে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে হারাম হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপঃ হযরত আতবান ইবনে মালেক(রা) কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসও(রা) উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গন্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা'দ রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেনঃ"হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদের একটি পরিষ্কার বর্ণনা ও বিধান দান করুন।"...(মুসলিম হা/১৭৪৮; বায়হাক্বী ৮/২৮৫ হাদীস দ্রষ্টব্য) ,তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার। মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে; আর আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?"

(আল মায়িদাহ:৯০-৯১)

জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত:"এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে (মদিনায়) আগমন করলো এবং সে নবী করীম (সা.)-কে ঐ মদের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যা তাদের দেশে পান করা হয়। তাদের এ মদটি ভুট্টা থেকে বানানো হতো। তারা এটিকে 'মিযর' বলে। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এর দ্বারা কি নেশা সৃষ্টি হয়? লোকটি বললো, হ্যাঁ, তখন রাসূল (সা.) বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহর প্রতিজ্ঞা হলো,যে ব্যক্তি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পান করবে, তাকে আল্লাহপাক 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'তীনাতুল খাবাল' জিনিসটি কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটি জাহান্নামীদের গায়ের ঘাম অথবা রক্ত ও পুঁজ।" (সহীহ মুসলিম -২/১৬৭)

অতএব আমরা দেখলাম যে, আল কুরআনে ধাপে ধাপে মদপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমে মদের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, এরপর নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে এবং সব শেষে চিরতরে হারাম করা হয়েছে। এর মাঝে স্ববিরোধিতার লেশমাত্রও নেই। এমনকি চিরতরে হারাম হয়ে যাবার আগেও মদের ব্যাপারে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল, সেগুলোও এখনো প্রযোজ্য আছে। কেননা মদের ক্ষতিকর প্রভাব, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে যাবার নিষেধাজ্ঞা – এগুলো তো চিরতরে মদ হারাম হয়ে যাবার বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ থেকে 'স্ববিরোধিতা' খোঁজা নিতান্তই মূর্খতার পরিচায়ক

উপসংহার :

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ার কারণে মাদকের মারাত্মক ক্ষতি সর্বজন স্বীকৃত। ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা মদ, নারী ও সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিশ্বে এ সভ্যতা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই সমাজকে সুসভ্য করার জন্য মাদক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইসলাম মানবতার রক্ষাকবচ। ইসলাম মানুষকে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছে। ইসলাম মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে হেফাযতের জন্য মাদক বিরোধী আইন রচনা করেছে। একটি সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য সুস্থ মস্তিস্ক একান্তভাবেই কাম্য। মাদক মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা গোটা মানব সমাজের অকল্যাণ ও অমঙ্গল সাধিত হয়। আজ মাদকাসক্তি বিশ্ব মানবতার জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি অসংখ্য পাপকার্য, অপরাধ ও অসামাজিক কর্মের মূল। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো লক্ষ্য করে এর প্রতিকারের জন্য বর্তমান বিশ্বে বহু দেশ ও জাতি এগিয়ে আসছে। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় মাদকতা থেকে বিরত থেকে মাদকমুক্ত আদর্শ সমাজ গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!